শুদ্ধাচার কৌশলপত্র
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

১। ভূমিকা। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দূর্নীতি দমন এবং শুদ্ধাচার প্রতিপালন গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত। দূর্নীতিবিহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার একটি কৌশল দলিল হিসেবে "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়"-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) প্রণয়ন করেছে। দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ন্যায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের যথাযথ বাস্তবায়ন আবশ্যক। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কাজের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের কারণে এখানে সকল পর্যায়ে পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। শুদ্ধাচারের নিয়মিত চর্চা নিঃসন্দেহে এই বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। সেই প্রেক্ষিতে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জন্য এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হলো।

২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাংগঠনিক প্রকৃতি। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করে। অত্র বিভাগের সমস্ত কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার সার্বক্ষনিকভাবে তদারকি করেন। এই বিভাগ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রমের সরকারী আদেশ প্রদান, তিন বাহিনীর আভিযানিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয়, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও সমন্বয়, সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ ইত্যাদি করে থাকে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর জনবল ও সরঞ্জামাদি প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। অত্র বিভাগ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্হা (ইউএনডিপি, আইসিআরসি, ইউএনডিএস ইত্যাদি) এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে থাকে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্র বিভাগকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। উল্লেখ্য, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ আওতাধীন সকল বাহিনী/সংস্হার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের (প্রশিক্ষণ, ব্যক্তি, বস্তু ও তথ্যের নিরাপত্তা, কল্যান, লজিস্টিক্স সাপোর্ট ইত্যাদি) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে থাকে। দূর্যোগ মোকাবেলায়, সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টিও অত্র বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় করা হয়।

৩। <u>সুশাসন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা</u>। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে উত্তম চর্চার বিষয়টি প্রাত্যহিক। এখানে ৫টি পরিদপ্তর রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই সকল পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী দূতাবাসস্থ সামরিক অ্যাটাশেদের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়। যাহোক, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে শুদ্ধাচার তথা উত্তম চর্চা বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক প্রেষনা, নির্দেশনা এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ৮টি শর্ত চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ক। দক্ষতা।

খ। নিরপেক্ষতা।

গ। কার্যকারিতা।

ঘ। বাস্তবতা।

ঙ। ন্যায় বিচার।

চ। স্বচ্ছতা।

ছ। প্রবেশাধিকার/তথ্য অধিকার।

জ। জবাবদিহিতা।

৪। <u>নৈতিকতা কমিটি</u>। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে যার গঠন নিম্নরুপঃ

ক। <u>সভাপতি</u>। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

খ। <u>সদস্য</u>।

(১) মহাপরিচালক, অপারেশন্স ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর।

(২) মহাপরিচালক, গোয়েন্দা পরিদপ্তর।

(৩) মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর।

(৪) মহাপরিচালক, অসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তর।

(৫) মহাপরিচালক, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তর।

(৬) অধিনায়ক, প্রশাসনিক কোম্পানি।

(৭) জিএসও-১ (আইএন্ডইএ), গোয়েন্দা পরিদপ্তর - শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট এবং সদস্য সচিব।

৫। <u>কমিটির কার্য পরিধি</u>।

ক। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্র কৌশলপত্রে প্রণীত কর্ম□পরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

খ। সকল পরিদপ্তর এবং প্রশাসনিক কোম্পানীতে গঠিত উপ□কমিটির মাধ্যমে প্রণীত কর্ম□পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

ঘ। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া।

চ। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিষ্পত্তি করা।

ছ। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পাঠ্যক্রম তৈরী করা।

জ। বিভাগের সকল সদস্যের বছরে কমপক্ষে একবার শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঝ। বাজেট নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করা।

ঞ। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

৬। <u>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব</u>।

ক। ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা।

খ। নৈতিকতা কমিটির প্রদত্ত দিক নির্দেশনা মোতাবেক খসড়া কর্ম□পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থাপন করা।

গ। কর্ম□পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সমন্বয় করা।

ঘ। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত ফোকাল পয়েন্ট ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করা।

ঙ। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত নৈতিকতা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা।

চ। অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করা।

জ। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য বাজেট পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন করা।

৭। <u>নৈতিকতা উপ□কমিটি</u>। প্রত্যেক পরিদপ্তর এবং প্রশাসনিক কোম্পানিতে একটি করে নৈতিকতা উপ□কমিটি থাকবে যার সংগঠন নিম্নরূপঃ

ক। <u>পরিদপ্তরের নৈতিকতা উপ-কমিটি</u>।

(১) <u>সভাপতিঃ</u> কর্নেল ষ্টাফ (সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর) ।

(২) <u>সদস্যঃ</u>

(ক) জিএসও–১/জিএসও–২ (প্রত্যেক সেকশন) ।

(খ) একজন জেসিও।

(গ) একজন এনসিও।

খ। <u>প্রশাসনিক কোম্পানির নৈতিকতা উপ-কমিটি</u>।

(১) <u>সভাপতিঃ</u> অধিনায়ক।

(২) <u>সদস্যঃ</u>

(ক) উপ–অধিনায়ক।

(খ) একজন জেসিও।

(গ) ধর্ম শিক্ষক।

(ঘ) একজন এনসিও।

গ। <u>নৈতিকতা উপ-কমিটির দায়িত্ব</u>।

(১) শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিত করা।

(২) অভিযোগকারীর অভিযোগ লিখিত আকারে গ্রহন ও নিস্পত্তি করা।

(৩) অভিযোগকারীকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিযোগ প্রাপ্তি, নিস্পত্তি প্রক্রিয়া ও অভিযোগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা।

৮। <u>সমন্বয়কারী পরিদপ্তর</u>। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গোয়েন্দা পরিদপ্তর সমন্বয় করবে।

৯। <u>চ্যালেঞ্জ</u>। চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সকল সদস্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ।

খ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন।

গ। দপ্তরে উত্তম আচরণ।

ঘ। সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ।

ঙ। তিন বাহিনী এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সার্বক্ষনিক সমন্বয় ।

চ। ফোর্সেস গোল বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও সমন্বয়।

ছ। সীমিত সময়ে অভিযান, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, সংস্থাপণ, প্রশাসন, ক্রয় এবং অন্যান্য বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ।

জ। সকল প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা।

ঝ। গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন এবং কার্যক্রম সমন্বয়।

ঞ। সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন।

ট। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাজেটের সুচারু ব্যবহার।

ঠ। সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানে নৈতিকতা।

ড। অভিযোগ নিষ্পত্তি ।

১০। <u>কর্ম পরিকল্পনার জন্য ক্ষেত্রসমূহ</u>। কর্ম পরিকল্পনা ক্রোড়পত্র 'ক' হিসাবে সংযুক্ত করা হলো। নিম্নে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় রেখে শুদ্ধাচার পালনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

ক। রাষ্ট্র/প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা/আনুগত্য (উদাহরণঃ সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা)।

খ। পেশাগত দক্ষতা।

গ। সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত তথ্য শ্রেণী বিন্যাস এবং আদান প্রদান।

ঘ। সফর, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্টন (উদাহরণঃ দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দান)।

ঙ। সকল পরিদপ্তরের সক্ষমতা।

চ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং উত্তম আচরণ (উদাহরণঃ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে উপহার না দেয়া, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলে প্রশংসা না করা, ইত্যাদি)।

ছ। সকল প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা।

জ। সরকারী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান/প্রাপ্তি।

ঝ। প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব পালন, উত্তম চর্চা, জনসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান।

ঞ। ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

১১। **উপসংহার**। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর দিক-নির্দেশনা এই কৌশলপত্রে প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, যৌথ প্রশিক্ষণ, বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের বিষয়েও এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই কৌশলপত্র একটি দক্ষ, আধুনিক ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

২৭/১০/২০১৬

শামীম আহমেদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহাপরিচালক
গোয়েন্দা পরিদপ্তর

ক্রোড়পত্রঃ

ক। কর্ম পরিকল্পনা - ০৫ (পাঁচ) পাতা।

খ। পেশাগত দক্ষতা।

গ। সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত তথ্য শ্রেণী বিন্যাস এবং আদান প্রদান।

ঘ। সফর, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্টন (উদাহরণঃ দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দান)।

ঙ। সকল পরিদপ্তরের সক্ষমতা।

চ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং উত্তম আচরণ (উদাহরণঃ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে উপহার না দেয়া, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলে প্রশংসা না করা, ইত্যাদি)।

ছ। সকল প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা।

জ। সরকারী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান/প্রাপ্তি।

ঝ। প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব পালন, উত্তম চর্চা, জনসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান।

ঞ। ই–গভর্নেন্স পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

১১। <u>উপসংহার</u>। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর দিক-নির্দেশনা এই কৌশলপত্রে প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, যৌথ প্রশিক্ষণ, বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের বিষয়েও এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই কৌশলপত্র একটি দক্ষ, আধুনিক ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

শামীম আহমেদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

মহাপরিচালক
গোয়েন্দা পরিদপ্তর

ক্রোড়পত্রঃ

ক। কর্ম পরিকল্পনা – ০৫ (পাঁচ) পাতা।